

দরুদ পাঠের মজা

মাহমুদ বিন নূর



দরুদ পাঠের মজা

৩



লেখকের কথা

আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ তা'আলার অশেষ রহমত ও তাওফিকে “দরুদ পাঠের মজা” বইটির কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

দরুদের সাথে আমরা কমবেশি সবাই পরিচিত। আল্লাহর নির্দেশ, নবীজি ﷺ-এর প্রতি ভালোবাসা, আর জীবনের নানা প্রয়োজনে বরকত পাওয়ার আশায় আমরা দরুদ পাঠ করি। সেই অর্থে দরুদ আমাদের এক নীরব ও উপকারী সঙ্গী।

আমি ব্যক্তিগতভাবে ভালোবাসা থেকেই দরুদ পড়তাম। যখনই কোনো সমস্যা পড়েছি, দরুদ পড়ে আল্লাহর কাছে সমাধান চেয়েছি। যখনই কোনো কিছু প্রত্যাশা করেছি, দরুদের আশ্রয় নিয়েছি। এমনকি, দোয়াও করেছি দরুদের সাথে। আর দেখেছি, দরুদের বরকতে অনেক জটিলতাও সহজ হয়েছে। অনেক অপ্রত্যাশিত কল্যাণ সামনে এসেছে। এছাড়া, বহু দোয়াও কবুল হয়েছে।

আমার জীবনে দরুদের অনেক সুফল পেয়েছি। এই সুফল এতটাই গভীর যে, দরুদ এখন আমার জীবন ধারণের অংশ। প্রতিটা সময়, প্রতিটা মুহূর্তে দরুদ পাঠ করার চেষ্টা করি। কোনো কাজ শুরুর আগে, কোনো চাওয়ার আগে, কোনো দোয়ার আগে-পরে দরুদ পড়ি। আর ফলাফল? সত্যিই অবাক করার মতো।

ছাত্রজীবনে পড়া মনে রাখা ও ভালো ফলাফলের জন্য দরুদ পড়েছি। উপকারও পেয়েছি। কর্মজীবনে, লেখালেখিতে; এমনকি ব্যবসায়িক কাজেও এর বরকত অনুভব করেছি। যখনই লিখতে বসেছি, দরুদ পড়ে শুরু করেছি। এতে লেখায় এক ধরনের সহজতা ও বরকত পেয়েছি।

যাইহোক, উপরের কথাগুলো হয়তো কারও কারও কাছে অতিরঞ্জিত মনে হতে পারে। কিন্তু আমি কেবল নিজের অভিজ্ঞতার কথাই বলছি।

তবে হ্যাঁ, দরুদ শুধু দোয়া কবুলের মাধ্যম নয়; এটি অন্তরের প্রশান্তিরও উৎস। দরুদ পড়লে মনে হয়, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে এক অদৃশ্য সম্পর্ক গড়ে উঠছে। মনে হয়, তিনি খুব কাছেই আছেন, আমার কথা শুনছেন।

দরুদ পাঠে অনেক উপকার পেয়েছি। নিজে উপকৃত হয়েছি, অন্যকেও উপকৃত হতে দেখেছি। একসময় মনে হলো, এত সুন্দর ও উপকারী একটি আমল শুধু

আমার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা উচিত নয়। এটি তো সবার জন্য—প্রতিটি মুসলমানের জন্য। তখনই ভাবলাম, এই অনুভূতি, এই অভিজ্ঞতা, এই ফজিলত মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া দরকার। আর সেখান থেকেই এই বই লেখার স্বপ্ন বুনা।

এই বইটা আপনি দরুদ পাঠের গাইডেন্স হিসেবে নিতে পারেন। এই বইয়ে পাবেন—কুরআন-হাদিসের আলোকে দরুদের মর্যাদা। পাবেন দরুদের অজানা ফজিলত, জীবন বদলে দেওয়া বাস্তব কিছু ঘটনা, দরুদ পাঠের সঠিক পদ্ধতি, বিভিন্ন দরুদ ও তার ব্যবহারিক দিক, এবং নিয়মিত আমলের কিছু সহজ পরিকল্পনা ও দিকনির্দেশনা।

এই বই লেখার প্রতিটি মুহূর্তই আমার জন্য বিশেষ ছিল। প্রতিটি অধ্যায় আমাকে নতুন কিছু শিখিয়েছে। নতুন করে ভাবতে বাধ্য করেছে। নানান সময় আমার চোখে অশ্রুও বরিয়েছে। যখনই নবীজির সংগ্রামী জীবনের কথা মনে পড়েছে, তখনই অশ্রুসিক্ত নয়নের জলধারা দেখেছি।

যাইহোক, সবার আগে আল্লাহ তাআলার প্রতি অশেষ শুকরিয়া, যিনি এই কাজের তাওফিক দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি অগণিত দরুদ ও সালাম—যাঁর ভালোবাসা এই বইয়ের প্রেরণা, যাঁর শাফাআতের আশায় এই প্রচেষ্টা।

জীবনে অনেক কিছু জানবেন। অনেক বই পড়বেন, অনেক আমলের কথা জানবেন; কিন্তু দরুদের মতো এত সহজ, এত সুন্দর, এত ফলপ্রসূ আমল খুব কমই পাবেন। মনে রাখবেন এই দরুদ হৃদয়ের সংযোগ, রহমতের চাবি, সফলতার পথও।

তাই, দরুদ পাঠে কখনও কৃপণতা করবেন না। দরুদকে নিজের জীবনের অংশ বানিয়ে নিন। প্রতিদিন, প্রতিটা মুহূর্তে, মহব্বত এবং পরিপূর্ণ মনোনিবেশ রেখে দরুদ পাঠ করুন। এমনভাবে পাঠ করুন, যেন রাসূলের সাথে আপনার এক অদৃশ্য সম্পর্ক তৈরি হয়। এমন সম্পর্ক, যেই সম্পর্কের বন্ধন আপনাকে আখেরাতেও মুক্তি প্রদান করবে।

পরিশেষে একটা কথাই, আমার জন্য সবাই দোয়া করবেন। আল্লাহ তায়ালা যেন আমাকে এবং আপনাকে কবুল করেন। যেন এই বই এবং বইয়ের খিদমতকে কবুল করেন। পাশাপাশি, আপনাকে ও আমাকে বেশি বেশি দরুদের উপর আমল করার তাওফিক দান করেন।

আপনার ভাই—
মাহমুদ বিন নূর

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۖ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

সূরা আল-আহযাব, আয়াত: ৫৬

সূচিপত্র

লেখকের কথা	৫
দরুদ ও দরুদেদের পরিচয়	১১
দরুদেদের ইতিহাস ও ঐতিহ্য	১৫
সাহাবারা কখন-কীভাবে দরুদ পাঠ করতেন?	১৮
বিভিন্ন যুগে দরুদেদের চর্চা	১৯
আল্লাহর দরুদ, ফেরেশতাদের দরুদ ও আমাদের দরুদ	২১
কুরআন ও হাদিসে দরুদ	২৭
দরুদ: গুনাহ মাফের মাধ্যম	৩৫
দরুদ পাঠ: দুশ্চিন্তা দূর করে	৩৯
দরুদ: শরীর ও মনের ওষুধ	৪৪
দরুদ নবীজির কাছে পৌঁছায় এবং তিনি তার জবাব দেন	৪৯
ফেরেশতাদের মাধ্যমে দরুদ পৌঁছানো	৪৯
দরুদেদের অদৃশ্য জগৎ ও ফেরেশতাদের কাজ	৫০
দরুদেদের পুরো যাত্রা	৫৩
রাসূলুল্লাহ ﷺ সরাসরি জবাব দেন	৫৫
প্রতিটি সালামের জবাব দেওয়া হয়	৫৮
নবীদের দেহ মাটিতে বিলীন হয় না	৫৯
দরুদ ও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে আমাদের সম্পর্ক	৬২
রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের দেখতে চেয়েছিলেন	৬২
আমরা রাসূল ﷺ-এর সবচেয়ে প্রিয়	৬৫
দরুদ: রাসূল ﷺ-এর সাথে সাক্ষাতের মাধ্যম	৭০
দরুদ: নবীজির প্রতি ভালোবাসার ভাষা	৭৩

রাসূল ﷺ-কে সবার চেয়ে বেশি ভালোবাসা ঈমানের শর্ত	৭৩
ভালোবাসা প্রকাশের অন্যান্য মাধ্যম	৭৭
দরুদ: নবীজির সাহচর্য ও শাফায়াত	৮০
দরুদ এবং শাফায়াতের সম্পর্ক	৮৩
মাকামে মাহমুদ: রাসূলুল্লাহর ﷺ বিশেষ মর্যাদা	৮৫
দরুদ: বান্দা ও রবের অন্তরঙ্গ সংলাপ	৮৭
দরুদ পাঠ: আল্লাহকে সরাসরি সম্বোধন	৮৮
আল্লাহ আমাদের দরুদ শোনেন	৮৯
আল্লাহ আপনাকে ভুলে যাননি	৯০
দরুদ: সবসময় গৃহীত একটি দোয়া	৯১
দরুদের মাধ্যমে আল্লাহর সান্নিধ্য	৯২
দরুদ: আল্লাহর সাথে নিয়মিত যোগাযোগ	৯৪
দরুদ: আল্লাহর প্রিয় একটি জিকির	৯৪
দরুদ: আল্লাহর কাছে বিশেষ মর্যাদা	৯৫
দরুদ: কৃতজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ	৯৭
রাসূল ﷺ আমাদের জন্য কী করেছেন?	৯৮
বিশেষ দোয়া: শুধু আমাদের জন্য!	১০৩
দরুদ: দোয়া কবুলের মাধ্যম	১০৭
দরুদ শরিফ ও দোয়ার গুরুত্ব	১১০
কেন দরুদ দোয়া কবুলে সাহায্য করে?	১১৫
দরুদের নূর: আধ্যাত্মিক আলোকসজ্জা	১১৯
কুরআন ও হাদিসে ‘নূর’ এর ধারণা	১১৯
হৃদয়ে নূরের লক্ষণ	১২১
দরুদ: শিক্ষা ও জ্ঞানার্জনে বরকত	১২৬
হৃদয়ের পবিত্রতা এবং জ্ঞান ধারণ	১২৯
পরীক্ষার আগে দরুদ পাঠ	১৩০

কাজে সফলতা: দরুদের আশ্চর্য প্রভাব.....	১৩৩
ব্যবসায় বরকত.....	১৩৫
সন্তান লালন-পালনে দরুদের ভূমিকা	১৩৮
বয়স অনুযায়ী পদ্ধতি.....	১৪০
দরুদ: সম্পর্কের চাবিকাঠি	১৪৩
জুমআর দিন: দরুদের বিশেষ মৌসুম.....	১৪৮
জুমআর দিন: সপ্তাহের শ্রেষ্ঠ দিন	১৪৮
জুমআর দিনে বেশি দরুদ পাঠের গুরুত্বের কারণ	১৫০
জুমআর দিনে কতবার দরুদ পাঠ করা উচিত?	১৫২
জুমআর দিনে কখন দরুদ পাঠ করবেন?	১৫৩
দরুদ পাঠে নিয়মিত থাকার উপায়	১৫৫
নিয়মিততার গুরুত্ব	১৫৫
বাধা এবং সমাধান.....	১৫৭
দরুদ পাঠের আদব ও ভুলের সংশোধন.....	১৬৪
দরুদের সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য আদব.....	১৬৮
দরুদ না পড়ার ভয়াবহ পরিণাম	১৭০
দরুদ শরিফ লিখলে যে সওয়াব	১৭৫
কখন ও কোথায় কোথায় দরুদ পাঠ করা উচিত.....	১৮০



দরুদ ও দরুদেব পরিচয়

দরুদ—আমাদের কাছে বহুলপরিচিত একটি শব্দ। শৈশব থেকেই প্রত্যেক মুসলমান এই দরুদেব সাথে পরিচিত। প্রতিদিন আমরা দরুদ পাঠ করি। বিভিন্ন সময় ‘সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম’ বলি। নামাজে বলি, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নাম শুনলে বলি, দোয়া করার আগেও বলি। কিন্তু, দরুদেব সাথে আমরা পরিচিত হলেও, অনেকেই এর আসল অর্থটা জানি না। জানি না, দরুদ শব্দটার আসল মানে কী।

বইয়ের ভেতরে প্রবেশ করার আগে, প্রথমেই আমরা জেনে নেব, দরুদ কী ও দরুদেব সংক্ষিপ্ত পরিচয় কী।

❖ দরুদ শব্দের উৎপত্তি

‘দরুদ’ শব্দটি ফার্সি। অনেকেই দরুদ শব্দটাকে আরবি ভাবতে পারেন। তবে এটি আরবি নয়, ফার্সি। আর ফার্সি ভাষায় ‘দরুদ’ মানে হলো—সালাম, শান্তি কিংবা দোয়া। তবে আরবিতে এর প্রকৃত শব্দ হলো—‘সালাত’ (صَلَاة) এবং ‘সালাম’ (سَلَام)।

আমরা যখন বলি—‘আল্লাহুম্মা সল্লি আ’লা মুহাম্মাদ’—এখানে ‘সল্লি’ শব্দটিই ‘সালাত’ থেকে এসেছে। কিন্তু এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আসে, ‘সালাত’ তো নামাজকেও বলা হয়। তাহলে দরুদেব ক্ষেত্রে ‘সালাত’ কেন ব্যবহার করা হয়?

আসলে, ‘সালাত’ শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। আরবি ভাষায় ‘সালাত’ (صَلَاة) শব্দটির মূল অর্থ হলো—দোয়া করা, রহমত চাওয়া, প্রশংসা করা এবং সম্মান প্রকাশ করা।

ইমাম ইবনুল কাইয়িম رحمه الله লিখেছেন—সালাত শব্দটি ব্যবহারের দিক থেকে এর অর্থে পরিবর্তন আনে। যেমন:

- আল্লাহর পক্ষ থেকে সালাত মানে: রহমত, বরকত এবং সম্মান।
- ফেরেশতাদের পক্ষ থেকে সালাত মানে: দোয়া ও ক্ষমা প্রার্থনা।
- মানুষের পক্ষ থেকে সালাত মানে: দোয়া, প্রশংসা ও সম্মান প্রকাশ।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, আল্লাহ ﷻ যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর ‘সালাত’ পাঠ করেন, তখন এর অর্থ দাঁড়ায়—তিনি তাঁকে রহমত ও সম্মান দান করছেন। ফেরেশতারা যখন সালাত পাঠ করেন, তখন তাঁরা তাঁর জন্য দোয়া করেন। আর আমরা যখন সালাত (দরুদ) পাঠ করি, তখন আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করি যেন তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে রহমত, সম্মান ও উচ্চ মর্যাদা দান করেন।

❖ ‘সালাম’ শব্দের অর্থ

‘সালাম’ (سَلَامٌ) শব্দের অর্থ হলো—শান্তি, নিরাপত্তা, কল্যাণ কামনা করা ইত্যাদি।

আমরা দরুদ পাঠে যখন বলি: ‘ওয়া সাল্লিম’ অর্থাৎ ‘এবং সালাম প্রেরণ করুন’, তখন আমরা বলছি—‘হে আল্লাহ, আপনি আপনার রাসূলের উপর শান্তি, নিরাপত্তা ও সকল প্রকার কল্যাণ বর্ষণ করুন।’ যেমন তাশাহুদে এসেছে :

السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

“হে নবী, আপনার উপর শান্তি, আল্লাহর রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক।”

অর্থাৎ, আমরা আল্লাহর কাছে আবেদন করছি, যেন তিনি তাঁর প্রিয় রাসূল ﷺ-কে আরও বেশি মর্যাদা দান করেন; তাঁকে আরও বেশি সম্মানিত করেন এবং তাঁর উপর অত্যাধিক শান্তি বর্ষণ করেন।

একটি প্রশ্ন আসতে পারে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তো ইতিমধ্যে আল্লাহর নিকট সর্বোচ্চ সম্মানিত। তিনি তো জান্নাতে। তাহলে আমরা কেন তাঁর জন্য দোয়া করব?

এই প্রশ্নের উত্তর ইমাম নববি رحمہ তাঁর *শরহ সহিহ মুসলিম* গ্রন্থে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন—“দরুদ পাঠ করা মানে এই নয়—রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কোনো ঘাটতি আছে।

অর্থাৎ, নবীজির কোনো ঘাটতির জন্য আমরা দরুদ পাঠ করছি না। আমাদের দরুদ পাঠ করার মানে হলো:

- আল্লাহর নির্দেশ পালন করা।
- নবীজির প্রতি আমাদের ভালোবাসা প্রকাশ করা।
- আল্লাহর কাছে তাঁর মর্যাদা আরও বৃদ্ধির দোয়া করা।
- আমাদের নিজেদের জন্য সওয়াব ও বরকত লাভ করা।”^১

আরেকটু ব্যাখ্যা করি, তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে। মনে করুন, আপনার পিতা-মাতা জীবিত আছেন। তাঁরা সুস্থ আছেন। তবুও আপনি তাঁদের জন্য দোয়া করেন—‘হে আল্লাহ, আপনি তাঁদের হায়াত বৃদ্ধি করুন। তাদের সুস্থতা দিন। তাদের জান্নাত নসিব করুন ইত্যাদি।’ এই যে এইভাবে তাদের জন্য দোয়া করেন, এটি কি তাঁদের অসম্মান, বা এইটা কি তাদের কোনো ঘাটতির কারণে? না, এটি অসম্মান নয়; বরং এটি আপনার ভালোবাসার প্রকাশ। ঠিক তেমনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য দরুদ পড়াও আমাদের ভালোবাসার প্রমাণ।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো কৃতজ্ঞতা। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের জন্য তাঁর পুরো জীবন উৎসর্গ করেছেন। তিনি আল্লাহর বাণী আমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। তাঁর কষ্ট, তাঁর ত্যাগের বিনিময়ে আজ আমরা ইসলাম পেয়েছি।

সুতরাং, যেই নবী ﷺ আমাদের জান্নাতের পথ দেখিয়ে গেছেন, আমাদের জন্য কেঁদেছেন, আমাদের জন্য সুপারিশ করার অপেক্ষায় আছেন—আমরা কি সেই নবীজির কৃতজ্ঞতা আদায় করব না? যদি কৃতজ্ঞতা আদায় করি, তবে কীভাবে করব? নবীজির প্রতি কৃতজ্ঞতা আদায়ের সবচেয়ে উত্তম উপায় হলো—তাঁর উপর দরুদ পাঠ করা। (কৃতজ্ঞতা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা সামনে আসছে, ইনশাআল্লাহ)

১. শরহ সহিহ মুসলিম, ইমাম নববি রহ.

আমরা দরুদের পরিচয় পেলাম, এবার জানব দরুদ কেন এত গুরুত্বপূর্ণ, আমরা কেন দরুদ পাঠ করব।

১. প্রথমত এটি আল্লাহর নির্দেশ। আল্লাহ ﷻ আমাদের দরুদ পাঠের নির্দেশ দিয়েছেন, এজন্য আমরা দরুদ পাঠ করব। আল্লাহ ﷻ যে বিষয়ে নির্দেশ দিয়ে থাকেন, তা কখনও গুরুত্বহীন হতে পারে না।

২. দরুদ নবীজির প্রতি আমাদের ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ। নবীজিকে আমাদের ভালোবাসতে হবে। হাদিসে এসেছে, কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত পরিপূর্ণ মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না সবকিছু থেকে তার প্রিয় নবীকে বেশি মহব্বত করবে। আর দরুদ, নবীজির প্রতি ভালোবাসা প্রকাশের অন্যতম উপায়।

৩. দরুদ পাঠে আমাদের উপর রহমত বর্ষণ হয়, আমাদের মর্যাদা বৃদ্ধি হয়, আমাদের গুনাহও মাফ হয়। এ ছাড়া আমাদের নেকীর পাল্লাও এই দরুদের মাধ্যমে ভারী হতে থাকে।

৪. মুমিনের জন্য জান্নাত যাওয়ার অন্যতম সহযোগী হচ্ছে নবীজির শাফায়াত। আর দরুদ পাঠে নবীজির শাফায়াত মিলবে। আর শাফায়াত মিললে সহজেই জান্নাত মিলবে। সেই হিসেবে, দরুদকে জান্নাতের চাবিও বলা যায়।

মোটকথা, দরুদ পাঠের নির্দেশ তো আমরা পেয়েছি। এর পাশাপাশি অনেক ফাজায়েলও আছে। এগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা সামনে আসছে, ইনশাআল্লাহ।

❖ তিন শ্রেণির দরুদে আমাদের অবস্থান

আল্লাহ ﷻ দরুদ পাঠ করেন—এটি তাঁর মহান অনুগ্রহ। ফেরেশতারা দরুদ পাঠ করেন—এটি তাঁদের ইবাদত। আমরা দরুদ পাঠ করি—এটি আমাদের সৌভাগ্য। চিন্তা করুন, আল্লাহ ও ফেরেশতারা যে কাজ করছেন, সেই একই কাজে আমরাও অংশীদার হচ্ছি! এর চেয়ে বড় সম্মান আর কী হতে পারে?

ইমাম কুরতুবি ﷺ তাঁর তাফসিরে লিখেছেন—“এই আয়াতে আল্লাহ ﷻ মুমিনদেরকে এমন একটি কাজে নিয়োজিত করেছেন, যা তিনি নিজে এবং তাঁর ফেরেশতারা করেন। এটি মুমিনদের জন্য এক মহাসম্মান।”^১

একটু ভেবে দেখুন তো, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন, যিনি সমগ্র জগতের স্রষ্টা, যাঁর কাছে আমরা সবাই অতি তুচ্ছ—তিনি একটা কাজ করছেন; আর আমরা, দুর্বল মানুষ, গুনাহগার বান্দা, আমরাও সেই একই কাজ করছি! কী অসাধারণ মর্যাদা, কী অবিশ্বাস্য সম্মান, তাই না?

হাদিসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—“যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ পাঠ করবে, আল্লাহ তার উপর দশটি রহমত নাযিল করবেন, দশটি গুনাহ মাফ করবেন, দশ ধাপ মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন।”^২

অর্থাৎ, আমরা যখন দরুদ পাঠ করি, তখন আল্লাহ আমাদের উপর রহমত বর্ষণ করেন। আমাদের গুনাহ মাফ হয়। আমাদের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। এভাবে আল্লাহ, ফেরেশতা এবং আমরা—সবাই মিলে রাসূলুল্লাহর সম্মান ও মর্যাদার ঘোষণা করি।

লক্ষ করুন, এই হাদিসে তিনটি আলাদা পুরস্কারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথমত, দশবার রহমত—এর মানে আল্লাহ দশ গুণ পরিমাণ কল্যাণ, বরকত এবং অনুগ্রহ দান করবেন। দ্বিতীয়ত, দশটি গুনাহ মাফ—এর মানে অতীতের ছোট গুনাহগুলো মুছে যাবে। তৃতীয়ত, দশটি মর্যাদা বৃদ্ধি—এর মানে জান্নাতে তার স্থান উঁচু হবে, আল্লাহর কাছে তার সম্মান বাড়বে।

এবার আসুন, একটু গাণিতিক হিসাব করি। ধরুন আপনি প্রতিদিন ১০০ বার দরুদ পাঠ করেন। এতে সময় কতক্ষণ লাগবে? মাত্র দশ মিনিট। হয়তো আরও কম। এই দশ মিনিটে আপনি কী পাচ্ছেন, দেখুন:

১. তাফসির আল-কুরতুবি

২. সুনানে নাসায়ি, হাদিস নং: ১২৯৭

এক দিনে:

$$১০০ \text{ দরদ} \times ১০ = ১,০০০ \text{টি রহমত}$$

$$১০০ \text{ দরদ} \times ১০ = ১,০০০ \text{টি গুনাহ মাফ}$$

$$১০০ \text{ দরদ} \times ১০ = ১,০০০ \text{টি মর্যাদা বৃদ্ধি}$$

এক মাসে:

$$৩০,০০০ \text{টি রহমত}$$

$$৩০,০০০ \text{টি গুনাহ মাফ}$$

$$৩০,০০০ \text{টি মর্যাদা বৃদ্ধি}$$

এক বছরে:

$$৩,৬৫,০০০ \text{টি রহমত}$$

$$৩,৬৫,০০০ \text{টি গুনাহ মাফ}$$

$$৩,৬৫,০০০ \text{টি মর্যাদা বৃদ্ধি}$$

সুবহানাল্লাহ! মাত্র দশ মিনিট বিনিয়োগ করে বছর শেষে এত বিশাল পুরস্কার! এর চেয়ে লাভজনক বিনিয়োগ আর কী হতে পারে? দুনিয়ার কোনো ব্যবসায় কি এত লাভ আছে? একটা টাকা খরচ করলে দশটা টাকা ফেরত পাওয়া—এটাই তো সবচেয়ে ভালো ব্যবসা! আর এখানে একবার দরদ পড়ে দশ গুণ সওয়াব পাওয়া—এর চেয়ে লাভজনক আর কী হতে পারে?

আর এই হিসাবটা তো শুধু দশ মিনিটের। আপনি যদি আরও বেশি সময় দেন, আরও বেশি দরদ পড়েন, তাহলে লাভ আরও বেশি। কেউ হয়তো দিনে ৫০০ বার পড়েন, কেউ ১০০০ বার। তাদের লাভ তো আরও অনেক বেশি!

মনে রাখবেন, এই দুনিয়ার সব কিছু শেষ হয়ে যাবে। টাকা-পয়সা, বাড়ি-গাড়ি, সম্পদ-সম্মান—সব রয়ে যাবে এখানে। কিন্তু এই দরদের সওয়াব? এটা আপনার সাথে যাবে, কবরে যাবে, কিয়ামতে যাবে, জান্নাতে যাবে। এটাই আসল সম্পদ। এটাই চিরস্থায়ী লাভ।

আরেক বর্ণনায় দোয়ার কথা এসেছে। অর্থাৎ, উবাই ইবনে কা'ব (রা.) তার পুরো দোয়াতে নবীজির উপর দরুদ পড়ার বিষয়ে অনুমতি চেয়েছিলেন।

এই হাদিস ও হাদিসের ব্যাখ্যা থেকে আমরা কী শিখলাম? আমরা শিখলাম, যদি কেউ তার পুরো সময় দরুদ পাঠে ব্যয় করে, বা দোয়ার পুরো অংশে দরুদ রাখে, তাহলে আল্লাহ ﷻ তার সব চিন্তা দূর করে দেবেন। এর মানে এই নয় যে, আপনাকে নিজের জন্য দোয়া করা বন্ধ করতে হবে। এর মানে হলো, দরুদ পাঠ এত শক্তিশালী যে, এটি আপনার সব দোয়ার চেয়ে বেশি ফলপ্রসূ হতে পারে।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়—রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতিবার বলছেন ‘তবে বেশি হলে আরও ভালো’। এর মানে তিনি চাচ্ছেন উবাই রাদিয়াল্লাহু আনহু যত বেশি সম্ভব দরুদ পাঠ করুক। কারণ তিনি জানেন, এতেই উবাই রাদিয়াল্লাহু আনহুর কল্যাণ রয়েছে।

❖ দুশ্চিন্তা দূর হওয়ার কারণ: বৈজ্ঞানিক ও আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা

১. আল্লাহর সাথে সম্পর্ক মজবুত হয়

দরুদ পাঠের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালার সাথে সম্পর্ক মজবুত হয়। যখন আমরা দরুদ পাঠ করি, তখন আমরা আল্লাহর সাথে কথা বলি। দরুদের শব্দগুলো হলো—‘আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদ’। অর্থাৎ, ‘হে আল্লাহ, মুহাম্মাদের উপর রহমত বর্ষণ করুন।’ এটা একটা দোয়া। এবং দোয়া মানে আল্লাহর সাথে কথা বলা। আর আমরা জানি, আল্লাহর সাথে সম্পর্ক যত মজবুত হয়, চিন্তা ঠিক ততটাই কমে আসে। কারণ, আল্লাহ আছেন, তিনি আমাদের দেখছেন এবং আমাদের সাহায্য করবেন—এই বিশ্বাসটাই মনে শান্তি আনবে। এ ছাড়া কুরআনে আল্লাহ ﷻ বলেছেন—

الْأَبْذُكِرِ اللَّهُ تَضَيُّنُ الْقُلُوبِ ط

“জেনে রাখো, আল্লাহর জিকিরেই অন্তর প্রশান্তি লাভ করে।”^১

এই আয়াতে বলা হয়েছে, জিকিরে অন্তর প্রশান্তি লাভ করে। আর অন্তর তখনই প্রশান্তি লাভ করে, যখন হৃদয় থেকে সমস্ত দুশ্চিন্তা দূর হয়ে যায়। এই আয়াতে

১. সূরা রা'দ, আয়াত: ২৮

যদিও জিকিরের কথা উল্লেখ আছে; সরাসরি দরুদ নয়, তবে জেনে রাখো, দরুদও একপ্রকার জিকির। কেননা, দরুদেও আল্লাহকে স্মরণ করা হয়। সুতরাং দরুদ পাঠ যাবতীয় দুশ্চিন্তা দূর করতে যথেষ্ট।

২. মনোযোগ স্থানান্তরিত হয়

দুশ্চিন্তার সময় আমরা কী করি? আমরা শুধু সমস্যা নিয়ে ভাবি। বারবার ভাবি। ভাবতে ভাবতে সমস্যা আরও বড় হয়ে যায়। মনোবিজ্ঞানে এটাকে বলা হয় ‘রুমিনেশন’—অর্থাৎ একই চিন্তা বারবার করা। কিন্তু যখন আমরা দরুদ পাঠ করি, মনোযোগ স্থানান্তরিত হয়। তখন আমরা আর সমস্যা নিয়ে ভাবি না। আমরা তখন ভাবি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা। ভাবি, আল্লাহর রহমতের কথা, ভাবি মাগফিরাতের কথা। ফলে, এতে মনের চাপ কমে আসে। দুশ্চিন্তাও কমে যায়।

আধুনিক মনোবিজ্ঞান এটাকে বলে ‘ডিস্ট্রাকশন টেকনিক’। অর্থাৎ মনোযোগ সরিয়ে নেওয়ার কৌশল। আর এটি দুশ্চিন্তা কমাতে অত্যন্ত কার্যকর।

৩. আল্লাহর রহমত নাজিল হয়

হাদিসে এসেছে, একবার দরুদ পাঠ করলে আল্লাহ দশবার রহমত পাঠান। এই হাদিসের আলোচনা ঘুরেফিরে প্রাসঙ্গিক হচ্ছেই, তাই আবারও উল্লেখ করলাম। রহমত মানে কী? রহমত মানে আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ। রহমত এলে মনে শান্তি আসে। হৃদয়ে প্রশান্তি আসে। সমস্যা সহজ হয়ে যায়। বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

কল্পনা করুন, আপনি একশত বার দরুদ পাঠ করলেন। আল্লাহ আপনার উপর এক হাজার বার রহমত পাঠালেন। এক হাজার বার আল্লাহর রহমত! হ্যাঁ, এক হাজার বার আল্লাহর রহমত। যখন আপনার কাছে আল্লাহর এত সংখ্যক রহমতে পৌঁছাবে, তখন কি আর আপনার দুশ্চিন্তা থাকবে?

৪. ফেরেশতারা দোয়া করেন

হাদিসে এসেছে, যখন আমরা দরুদ পাঠ করি, ফেরেশতারা তখন আমাদের জন্য দোয়া করতে থাকেন। আর আমরা জানি, ফেরেশতাদের দোয়া নিশ্চিতভাবেই কবুল হয়। কেননা, তাঁরা নিষ্পাপ, তাঁরা আল্লাহর প্রিয়। তাঁদের দোয়া আল্লাহ

কবুল করেন। তো, দরুদ পাঠের জন্য যখন আল্লাহর রহমতের ফেরেশতার। আমাদের জন্য দোয়া করেন, তখন সেই দোয়া কি কবুল হয় না? আর দোয়া কবুল হলে কি আমাদের দুশ্চিন্তা থাকতে পারে?

তারা কি আল্লাহর কাছে আর্জি করে বলবে না—‘হে আল্লাহ, তোমার এই বান্দা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত, তাকে রক্ষা করো, তার দুশ্চিন্তা দূর করে দাও, তাকে মানসিক শান্তি দাও।’ এই আর্জি কি করবে না তারা? তারা কি দেখছে না আপনি কী হালতে আছেন? তারা কি দেখছে না আপনি প্রতিনিয়ত নবীজির শানে দরুদ পাঠ করছেন? হ্যাঁ, তারা দেখছে। তারা জানছে। এবং নিজেরাই এই দরুদ বহন করে নবীজির রওজায় পৌঁছে দিচ্ছে। তো, তারা তো প্রত্যক্ষদর্শী। প্রত্যক্ষদর্শীরা যখন দোয়া করবে, তখন এই দোয়া কবুল হবেই।

৫. ইতিবাচক চিন্তা তৈরি হয়

দরুদ পাঠ হলো এক ধরনের ইতিবাচক কাজ। দরুদ পাঠ আপনার মনে ইতিবাচক চিন্তা তৈরি করবে। আপনি যে ভাবেন, ‘আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ভালোবাসছি, নেক কাজ করছি; এতে আল্লাহ আমার প্রতি খুশি।’ এই ইতিবাচক চিন্তা কি আপনার দুশ্চিন্তা কমাবে না?

মনোবিজ্ঞানে একটি তত্ত্ব আছে—‘Cognitive Behavioral Therapy (CBT)’। এই থেরাপির মূল কথা হলো—ইতিবাচক চিন্তা করলে নেতিবাচক অনুভূতি কমে। মানে, আপনি ভালো কিছু চিন্তা করলে খারাপ চিন্তা দূর হয়ে যাবে। এবং দরুদ পাঠ ঠিক এই কাজটাই করে। আপনি যখন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত অবস্থায় দরুদ পাঠ করবেন, তখন স্বাভাবিকভাবেই আপনার দুশ্চিন্তা দূর হয়ে যাবে। কেননা, দরুদ পাঠও একটি ইতিবাচক চিন্তা ও কাজ।

আমি একজন মা-কে চিনি। তাঁর ছেলে গুরুতর অসুস্থ ছিল। মা সন্তানের কথা চিন্তা করে রাত-দিন দুশ্চিন্তার মধ্য দিয়ে পার করতেন। ঠিকমতো ঘুম হতো না। খাওয়া হতো না। শুধুই কাঁদতেন। একদিন তাঁর এক আলেমা বান্ধবী তাঁকে বললেন—‘বোন, তুমি দুশ্চিন্তা করে কী পাবে? বরং, দরুদ পাঠ করো। প্রতিদিন অধিক হারে দরুদ পাঠ করো। দেখবে আল্লাহ তোমার চিন্তা দূর করে দেবেন।’

মা শুরু করলেন। প্রথম সপ্তাহে কোনো পরিবর্তন বুঝলেন না। কিন্তু দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে তিনি অনুভব করলেন, মন একটু শান্ত হচ্ছে। ঘুম হচ্ছে। খাওয়া হচ্ছে। এক মাস পর তাঁর ছেলের অবস্থা উন্নতি হতে শুরু করল। আলহামদুলিল্লাহ, আজ সেই

❖ দরুদ: রাসূল ﷺ-এর সাথে সাক্ষাতের মাধ্যম

আমরা রাসূল ﷺ-এর সাথে দুনিয়ায় দেখা করতে পারব না, এটা নিয়ে কষ্ট পাওয়ার কিছু নেই। কারণ এটা আল্লাহর ফায়সালা। কিন্তু আশার কথা হলো—আখিরাতে দেখা হবে! এবং কোথায় দেখা হবে? হাউজে কাউসারে। রাসূল ﷺ সেখানে অপেক্ষা করবেন। আমরা আসব। তিনি আমাদের চিনবেন। আমাদের হাউজের পানি পান করাবেন। এবং যারা বেশি দরুদ পাঠ করেছে, তারা তাঁর সবচেয়ে কাছে থাকবে। এরপর আবার জান্নাতেও দেখা হবে, যদি আপনি জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত থাকেন।

আরেকটি কথা, দরুদকে মনে করুন হাউজে কাউসারের টিকিট হিসেবে। যত বেশি দরুদ পাঠ করবেন, তত বেশি ‘পয়েন্ট’ জমা হবে। এবং যার বেশি পয়েন্ট, সে রাসূল ﷺ-এর বেশি কাছে থাকবে। এত সুসংবাদপ্রাপ্ত হয়েও কি আপনি দরুদ পাঠ করবেন না?

একবার একজন সাহাবী রাসূল ﷺ-এর কাছে এসে কাঁদতে লাগলেন। রাসূল ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, কেন কাঁদছ? তিনি বললেন, ইয়া রাসূল্লাহ, আমি একটা কথা ভাবছি।

—কী ভাবছ?

—আমি ভাবছি, দুনিয়াতে আমি আপনার সাথে আছি। আপনাকে দেখতে পাচ্ছি। আপনার কথা শুনতে পাচ্ছি। কিন্তু আখিরাতে? আখিরাতে আপনি থাকবেন জান্নাতের সবচেয়ে উঁচু স্থানে। আর আমি? আমি হয়তো জান্নাতে যেতে পারব (আল্লাহ চাহে তো), কিন্তু আমি তো আপনার মতো এত উঁচু মর্যাদায় যেতে পারব না। তাহলে আখিরাতে আমি আপনাকে দেখতে পারব না! এই চিন্তায় আমার কষ্ট হচ্ছে।

এই কথা শুনে আল্লাহ ﷻ আয়াত নাজিল করলেন:

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ
النَّبِيِّينَ وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ ۖ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ
رَفِيقًا ۝

“আর যেকেউ আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করে, তারা তাদের সাথে থাকবে যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন—নবীগণ, সিদ্ধিকগণ, শহীদগণ এবং সৎকর্মশীলগণের সাথে। আর এরা কতই-না উত্তম সঙ্গী!”^১

লক্ষ করুন, সাহাবী কাঁদছেন। কেন কাঁদছেন? কারণ তিনি ভাবছেন আখিরাতে হয়তো রাসূল ﷺ-কে দেখতে পারবেন না। এটাই তো ভালোবাসা! সত্যিকারের ভালোবাসা! আর আল্লাহ ﷻ তাঁকে সুসংবাদ দিলেন—না, তুমি তাঁর সাথেই থাকবে, যদি তুমি আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করো। তাহলে আমাদের জন্যও এই সুসংবাদ! আমরা যদি আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করি, সুন্যত অনুসরণ করি, বেশি বেশি দরুদ পাঠ করি—তাহলে আখিরাতে আমরাও রাসূল ﷺ-এর সাথে থাকব!

এখন প্রশ্ন হলো, আপনি কি রাসূল ﷺ-কে ভালোবাসেন? যদি উত্তর “হ্যাঁ” হয়, তাহলে এই ভালোবাসা প্রকাশ করুন। এবং সবচেয়ে সুন্দর উপায় হলো— বেশি বেশি দরুদ পাঠ করা। এই মুহূর্তে ১০ বার দরুদ পাঠ করুন:

১. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

২. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

৩. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

৪. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

১. সূরা নিসা, আয়াত: ৬৯



দরুদ না পড়ার ভয়াবহ পরিণাম

এতক্ষণ আমরা দরুদ পড়ার ফজিলত শুনলাম। শুনলাম কত অসাধারণ সওয়াব, কত বড় পুরস্কার। কিন্তু এবার একটু উল্টো দিক থেকে ভাবুন। ভাবুন, দরুদ না পড়লে কী হবে? চিন্তা করুন, যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম শুনেও দরুদ পড়ল না, তার পরিণতি কী হতে পারে? এই প্রশ্নের উত্তর জানা খুবই জরুরি। কারণ কখনো কখনো শাস্তির ভয় আমাদের সতর্ক করে, সচেতন করে।

১. জান্নাতের পথ ভুলে যাওয়া

হ্যাঁ, ঠিকই পড়েছেন। দরুদ না পড়ার শাস্তি হিসেবে জান্নাতের পথ ভুলে যাওয়ার ব্যাপারটা হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে। ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে ব্যক্তি আমার প্রতি দরুদ পাঠাতে ভুলে গেল, সে যেন জান্নাতের পথই ভুলে গেল।”^১

এই কথাটার মানে একবার ভাবুন তো। জান্নাত—যেখানে আমরা সবাই যেতে চাই, যেখানে চিরকাল থাকতে চাই, যেখানে কোনো দুঃখ নেই, কোনো কষ্ট নেই, শুধু শান্তি আর সুখ—সেই জান্নাতের পথ ভুলে যাওয়া! এর চেয়ে বড় ক্ষতি আর কী হতে পারে?

আর এই ভয়াবহ পরিণতি কেন? শুধুমাত্র একটি কারণে—দরুদ পড়তে ভুলে যাওয়া। একটি ছোট্ট কাজ, যা করতে মাত্র কয়েক সেকেন্ড লাগে, যার জন্য কোনো অর্থ খরচ হয় না, কোনো শারীরিক পরিশ্রম লাগে না, শুধু জিহ্বা একটু নাড়লেই হয়—সেই কাজটি না করার কারণে জান্নাতের পথ হারিয়ে ফেলা! কত বড় অবহেলা, কত বড় গাফলতি!

মনে রাখবেন, এখানে “ভুলে যাওয়া” বলতে শুধু স্মরণে না থাকা বোঝায় না। বরং এর মানে হলো অবহেলা করা, গুরুত্ব না দেওয়া, ছেড়ে দেওয়া। যে ব্যক্তি

১. সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং: ৯০৮



দরুদ শরিফ লিখলে যে সওয়াব

দরুদ শুধু মুখে পড়লেই সওয়াব হয়—এটা আমরা জানি। কিন্তু লিখলেও যে সওয়াব হয়, এটা আমরা কজন জানি? অথচ, এ বিষয়ে খুবই হৃদয়ছোঁয়া কিছু বর্ণনা রয়েছে। এগুলো জানলে হয়তো আমরা আর কখনো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নাম লিখে “সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম” লিখতে কার্পণ্য করব না।

হযরত ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “যে ব্যক্তি কোনো লেখার মধ্যে আমার উপর দরুদ লেখে, যত দিন সেই লেখায় আমার নাম বিদ্যমান থাকবে, তত দিন তার জন্য সেই দরুদের সওয়াব অব্যাহতভাবে লিখিত হতে থাকবে।”

এই বর্ণনাটি মারফু, অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ পর্যন্ত উত্তীর্ণ হিসেবে এসেছে। তবে মুহাদ্দিসরা বলেছেন, একই অর্থের আরেকটি বর্ণনা ইমাম জাফর সাদিক রহিমাতুল্লাহর নিজের উক্তি হিসেবে বেশি শক্তিশালী সনদে এসেছে।

.....

ইমাম জাফর সাদিক রহিমাতুল্লাহ বলেন, “যে ব্যক্তি কোনো লেখার মধ্যে রাসূলুল্লাহর উপর দরুদ লেখে, যত দিন সেই লেখায় রাসূলুল্লাহর পবিত্র নাম থাকবে, তত দিন ফেরেশতারা সকাল ও সন্ধ্যায় সেই ব্যক্তির জন্য রহমতের দোয়া করতে থাকবে।”^১

একটু ভেবে দেখুন! আপনি একবার লিখলেন “সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম”। সেই কাগজ বা কিতাব যত দিন থাকবে, তত দিন ফেরেশতারা সকাল-সন্ধ্যা আপনার জন্য দোয়া করতে থাকবেন। আপনি ঘুমিয়ে আছেন, কাজে ব্যস্ত আছেন, কিন্তু আপনার জন্য দোয়া চলছেই। এটাই হলো লিখিত দরুদের অসাধারণ রহমত।

১. তাবারানি, মুজাম্মুল কাবীর: ৫/১১১১

২. তাবারানি, মুজাম্মুল আওসাত: ১৮৫৬